যুগান্তর

তারিখ 06 AUG 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫২ ভুয়া শিক্ষার্থী চিহ্নিত : ভর্তি বাতিল

যুগান্তর রিপোর্ট

এবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুয়া ছাত্র ধরা পড়েছে। ভুয়া রিলিজ স্লিপের মাধ্যমে এক কলেজ থেকে আরেক কলেজে ট্রান্সফারের নামে ভর্তি হয় এসব শিক্ষার্থী। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান জানান, প্রাথমিকভাবে দুই সেশনে ৫২ জন এরকম ছাত্র ধরা পড়েছে। আর এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত ৭টি কলেজকে শোকজ করা হয়েছে। তিনি বলেন, যেহেতু কিছু ভুয়া শিক্ষার্থী পাওয়া গেছে, তাই আরও ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হবে।

৫২ জনের মধ্যে ২৩ জন ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রী। ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষের রয়েছে আরও ২৯ জন। উপ-উপাচার্য জানান, প্রাথমিকভাবে ভুয়া হিসেবে চিহ্নিতদের কেউ কেউ ভর্তি পরীক্ষাই দেয়নি। আবার যে ক'জন ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে তারা পাস করেনি। এ অবস্থায় ভর্তি প্রক্রিয়ায় দুটি কলেজ জড়িত থাকে। একটি কলেজ ভুয়া রিলিজ স্লিপ ইস্যু করে। আরেক কলেজ ভর্তি করে। সে কারণে ভর্তিকারী কলেজের অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা নয়। তারপরও দায়িত্বে অবহেলার কারণে ভর্তিকারী কলেজকে সতর্ক এবং ভুয়া রিলিজকারী কলেজগুলোকে শোকজের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এক মাস আগে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অনুসন্ধান চালিয়ে ৫২ জনকে চিহ্নিত করা হয়। পরে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা কমিটির (ডিবি) সভায় বিষয়টি এজেন্ডা আকারে উপস্থাপন করা হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদের সভাপতিত্বে সভায় সংশ্লিষ্টদের ভর্তি বাতিল এবং এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত কলেজগুলোকে শোকজের সিদ্ধান্ত হয়। সভায় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক জামালউদ্দিন, অধ্যাপক [illegible] রাশিদুল হাসান, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক [illegible]উজ্জামান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।